দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... FEB 29 2000 ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের আহ্বান

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল (সোমবার) বাংলা একাডেমীতে বইমেলার আলোচনা সভায় জাতীয় গ্রন্থনীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন দাবী করা হইয়াছে। বাংলা একাডেমীর সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় একাডেমীর মহাপরিচালক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বিশিষ্ট প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমেদ, মফিদুল হক, ডঃ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, সাজ্জাদ শরীফ বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক

(১৫শ পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

জাতীয় গ্রন্থ নীতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আনিসুজ্জামান বলেন, নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের দেশে প্রতিবছরই মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যা এবং ইহার পাঠক বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা বড়ই আশার কথা। তিনি বলেন, আমাদের তরুণ সমাজ এখনও বইবিমুখ হইয়া উঠে নাই। তাহারা নানা ঝুঁকি নিয়া বই প্রকাশ করিতেছে। আমাদের উচিত তাহাদের আরও বেশী সহায়তা করা। জাতীয় গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, সারাদেশে ছোট বড় সাড়ে ৬ হাজার প্রকাশক থাকিলেও মানের দিক হইতে হাতে-গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ভাল বই প্রকাশ করে। তিনি বলেন, আজকাল এমন লেখকও সৃষ্টি হইয়াছে যিনি প্রকাশককে অর্থ দিয়া বই প্রকাশ করেন এবং এই বই বিক্রয়েরও ব্যবস্থা করেন।

আজ (মঙ্গলবার) বইমেলার শেষ দিন। এই উপলক্ষে বিকাল ৪টায় মেলার মূল মঞ্চে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ স্টল নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হইবে। এদিকে গতকালও (সোমবার) বইমেলায় ক্রেতাদের ভিড় ছিল উল্লেখ করার মত। বাবা- মায়ের হাত ধরিয়া অনেক শিশু-কিশোর গতকাল মেলায় গিয়াছিল। অনেকে প্রিয় লেখকের বই কিনিয়া মনের আনন্দে মেলায় সময় কাটাইয়াছে। গতকালও বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক-লেখিকাকে মেলায় দেখা গিয়াছে। দস্যু বনহুরের লেখিকা রোমেনা আফাজ গতকাল মেলার একটি স্টলে বসিয়া পাঠকদের অটোগ্রাফ দেন।

74